CHHATNA POLICE STATION BANKURA

WB Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT

02379

First information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P.C., at P.S.

1. Dist. BANKURA Sub-Divn. SADAR P.S. CHHATNA Year 2020 FIR No. 02/2020 Date 02/01/2020
2. (i) Act IPC Sections 498(A)/304(B) (ii) Act ..... Sections .....
   (iii) Act D.P Act Sections 3/4 Other Acts & Sections .....
3. (a) General Diary Reference : Entry No. 79 Time 18:15 hrs.
   (b) Occurrence of Offence : Day SINCE AFTER (23/11/2015) MARRIAGE AND ON 22/10/2019 Date ..... Time .....
   (c) Information Received Date 02/01/2020 Time 18:15 hrs.
   G.D. No. 79 at the Police Station :
4. Type of information : Written / ~~Oral~~ WRITTEN
5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distances from P.S. NORTH, APPROX - 10KM, JL NO - 89
   (a) Address ANCHAL NO - XII, VILL - SUSUNIA PS - CHHATNA DIST - BANKURA.
   AND
   H NO A-77 GALI NO-8 PHASE-5 AYA NAGAR, NEW DELHI.
   (b) In case outside limit of this Police Station, then the name of P.S. .....
   District .....
6. Complaint / Information : COURT COMPLAINT
   (a) Name SMT. ANNA ROY
   (b) Father's / Husband's Name SHRI BAHADUR ROY.
   (c) Date / Year of Birth NOT NOTED.
   (d) Nationality INDIAN
   (e) Address VILL - KANKRADIHI P.O - VIKURDIHI PS + DIST - BANKURA
7. Details of Known / Suspected / Unknown / Accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary) (1) SHRI DHANANJOY ROY S/O - LT. MAHADEB ROY (HUSBAND), (2) SHRI MADAN ROY S/O - LT. MAHADEB ROY (3) SHRI MANORANJAN ROY S/O - LT. MAHDEB ROY (4) SMT. SARASWATI ROY W/O - SHRI MADAN ROY (5) SMT. SHAMPA ROY W/O - SHRI MANORANJAN ROY ALL OF VILL - SUSUNIA, PS - CHHATNA DIST - BANKURA, (6) SMT. SABITREE SING W/O - NOT NOTED OF VILL - PAHARI PS - HAJIPUR, PATNA, BIHAR.
8. Reasons for delay in reporting by complaint / informant .....
9. Particulars of properties stolen / involved : (attach seperate sheet, if required) :
   CASH - Rs. 1,00,000/- (ONE LAKH), GOLD ORNAMENTS OF FIVE (05) VORIES, FURNITURE, BRASS, SILVER ORNAMENTS.
10. Total value of Properties stolen / Involved : .....
11. Inquest report / U.D. : Case No. if any : PM NO - 1352/19 OF AIIMS HOSPITAL MORTUARY, NEW DELHI.
12. FIR Contents : (Attach separate Sheet, if required) THE ORIGINAL WRITTEN COMPLAINT BEING DULY FORWARDED BY LD. CJM(S) COURT BANKURA U/S - 156(3) Cr.P.C WHICH IS TREATED AS FIR IS ATTACHED HERE WITH.
13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 498(A)/304B IPC & 3/4 D.P Act

registered the case and ~~tookup the investigation~~ / directed SI CHANDRA BHAN RAM ..... to take up the investigation

transferred to P.S. ..... on point of jurisdictioin. FIR read over to the complaint / informant admitted to be correctly recorded and a copy given to the complaint / Informant free of cost.

02/01/20

Signature of the officer-in-charge, Police Station with

COURT FEE Rs.10 INDIA TEN RUPEES BANKURA

IN THE COURT OF LD. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE AT BANKURA

Case No.....56/ of 2019 17.12.19 (repn)

শ্রীমতি আন্না রায়, স্বামী- শ্রী বাহাদুর রায়, গ্রাম- কাঁকড়াডিহি, পোঃ- ভিকুরডিহি, থানা ও জেলা বাঁকুড়া।

..... বাদীনি

-VERSUS-

১) শ্রী ধনঞ্জয় রায় পিতা - ৺মহাদেব রায় (স্বামী),

২) শ্রী মদন রায় (ভাসুর),

৩) শ্রী মনোরঞ্জন রায় (ভাসুর)

উভয়ের পিতা - ৺মহাদেব রায়,

৪) শ্রীমতি সরস্বতী রায় স্বামী- শ্রী মদন রায় (জা),

৫) শ্রীমতি পম্পা রায় স্বামী- শ্রী মনোরঞ্জন রায় (জা)

সর্ব সাকিম গ্রাম- শুশুনিয়া, থানা- ছাতনা, জেলা- বাঁকুড়া,

৬) শ্রীমতি সাবিত্রী সিং স্বামী- অজ্ঞাত (ননদ), সাকিম - পাহাড়ী, হাজিপুর, থানা- হাজিপুর, পাটনা, বিহার ।

.....আসামী

বাদীনি পক্ষে ভারতীয় দন্ড বিধি আইনের ৪৯৮ (ক)/ ৩২৩/৩০৪ (খ)/৩০২/৫০৬/৩৪ এবং পণ প্রথা বিরোধী আইনের ৩/৪ ধারা মতে নালিশ ঃ-

নিবেদন এই যে,

১) বাদীনি বাঁকুড়া থানার অধীন কাঁকড়াডিহি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছেন । বাদীনির একমাত্র কন্যা সান্তনা ওর্ফে সান্তনু রায়-এর সহিত ছাতনা থানার অধীন শুশুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা ৺মহাদেব রায়-এর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী ধনঞ্জয় রায় অর্থাৎ ১ নং আসামীর দেখাশোনা করিয়া গত ইংরাজী ২৩/১১/২০১৫ বাংলা ৬ ই অগ্রহায়ন ১৪২২ তারিখে হিন্দু মতে বিবাহ হয় । উক্ত বিয়েতে পাত্র পক্ষের দাবী মতো বাদীনি ও তাঁহার স্বামী বহু কষ্টে ১,৫০,০০০ টাকার মধ্যে নগদ ১,০০,০০০ টাকা, ৫ ভরি সোনার গয়না (২ জোড়া কানের দুল, ১ টি গলার হার, ১ জোড়া পলা বাঁধা, ২ টি সোনার আংটি, ১ টি নাকছাবি) ১ জোড়া রূপোর পায়ের তোড়া, ১ টি ডিভান, ১ টি আলমারী, ১ টি ড্রেসিং টেবিল, ১ টি আল্না, বিছানাপত্র এবং ৪৫ টি কাঁসা পিতলের তৈজসপত্র পাত্র পক্ষকে আদায় দেন । বিবাহের পর বাদীনির কন্যা উপরোক্ত জিনিষপত্র সহ তাঁহার স্বামীগৃহ ছাতনা থানা অধীন শুশুনিয়া গ্রামে যান ।

২) বিবাহের পর বাদীনির কন্যা সান্তনা ওর্ফে সান্তনু রায় তাঁহার স্বামী ধনঞ্জয় রায়, দুই ভাসুর মদন রায় ও মনোরঞ্জন রায়, দুই জা শ্রীমতি সরস্বতী রায়, শ্রীমতি পম্পা রায় এবং ননদ শ্রীমতি সাবিত্রী সিং

Received on 02/01/20 at 18:15 hours, and started Chhatna PS. Case No - 02/2020 u/s. 498A/304B IPC and Sec 3/4 D.P. Act.
02/01/20
Officer in-charge
Chhatna Police Station
Dist -Bankura

পরপৃষ্ঠা.....২

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
FILED
11 DEC 2019
BANKURA

IN THE COURT OF THE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
BANKURA

অর্থাৎ বর্তমান আসামীগনের সান্নিধ্যে তাঁহার স্বামীর সহিত স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করিতে থাকেন।

৩) কিন্তু বিবাহের দুই মাস পর হইতেই আসামীগন বিয়ের বাকী ৫০,০০০্ টাকা সহ মোটর সাইকেল কেনার জন্য আরোও ৮০,০০০্ টাকা বাপের বাড়ী থেকে আনার জন্য বাদীনির কন্যার উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে । বাদীনির পারিবারিক আর্থিক অভাবের কথা বাদীনির কন্যা আসামীগনের নিকট প্রকাশ করিলেও তাহাতে কোন সুফল হয় নাই, পরন্তু তাহা ক্রমশঃ শারিরিক ও মানসিক নির্যাতনে পরিনত হয় । আসামীগন বাদীনির কন্যাকে সময়ে খাইতে পরিতে দিত না, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাইতো না । বিবাহের প্রায় মাস পাঁচেক পর বাদীনির কন্যা 'মা' হবার ইচ্ছা তাহার স্বামীর নিকট বলিলে সে উপহাস করিয়া বলে বাপের টাকা দেবার মুরোদ নেই আবার 'মা' হতে চায় । বিয়ের বাকী টাকা ও মোটর সাইকেলের টাকা মিটাইলে তবেই তাহার পেটে বাচ্চা আসিবে । জ্বালা শাস্তি বাদীনির কন্যার নিত্য দিনের সঙ্গী ছিল । কন্যার নিকট হইতে আসামীগনের দাবী ও অত্যাচারের কথা শুনিয়া বাদীনি, তাঁহার স্বামী ও বাড়ীর লোকজন আসামীগনের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের অভাবের কথা বলিলেও তাহাতে কোন সুফল হয় নাই ।

৪) একমাত্র কন্যার উপর শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের অত্যাচারের ফলে বাদীনি ও তাঁহার স্বামী মানসিকভাবে ভাঙ্গিয়া পড়েন । যাহার ফলে কন্যার বিবাহের প্রায় ছয় মাসের মাথায় বাদীনির স্বামীর স্ট্রোক হয় । আসামীগনের টাকার দাবী পূরন না হওয়ায় এবং বাদীনির কন্যা বারবার ফোন করিয়া অত্যাচারের বিষয় তাঁহার পিত্রালয়ে জানানোর কারনে আসামীগন তাহার ফলস্বরূপ প্রতিহিংসা পরায়ন হইয়া পরিকল্পনা মাফিক ষড়যন্ত্র করিয়া বাদীনির স্বামীর স্ট্রোক হওয়া জানিয়াও বাদীনির কন্যাকে তাহার অসুস্থ বাবার কাছে থাকিতে না দিয়া তাহারা একরকম জোর করিয়া বাদীনি ও তাঁহার বাড়ীর লোকজনদের অজ্ঞাতে সান্তনা ওর্ফে সান্তনুকে তাহার স্বামী তাহার দিদির বাড়ী পাটনার পাহাড়ী হাজিপুরে লইয়া চলিয়া যায় এবং যাইবার সময় তাঁহারা বাদীনির কন্যাকে বলে 'টাকা না মেটানোর ফল এবার হাতে নাতে পাবি' । হাজিপুরেও বাদীনির কন্যা তাহার স্বামী ও ননদের অকথ্য অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে থাকে ।

৫) হাজিপুরে যাওয়ার প্রায় ছয় মাসের মাথায় জামাই ধনঞ্জয় রায় নূতন কাজ পাওয়ার কথা বলিয়া বাদীনির কন্যাকে লইয়া দিল্লীর হাউস নং- এ-৭৭, গলি নং- ৮, আয়া নগর, থানা- ফতেপুর বেরী, নিউ দিল্লী- ১১০০৪৭ যায় । এরপর বাকী আসামীদের প্ররোচনায় সান্তনার স্বামী সান্তনার উপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করে । কন্যা মাঝে মধ্যে ফোন করার সুযোগ পাইলে অত্যাচারের কথা বাদীনি ও তাঁহার বাপের বাড়ীর লোকজনদের জানাইতো এবং সে আরোও ফোনে বলিত শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রতিদিন ফোন করিয়া টাকা মেটানোর কথা বলে এবং সেই ফোন পাইবার পর জামাই ক্ষিপ্ত ও হিংস্র হয়ে উঠে তাকে মারধোর করে । সে আরোও বলিতো বিয়েতে দেওয়া জিনিষপত্র ওরা একরকম জোর করিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে, ব্যবহার করতে দেয় না, কিছু বললে টাকা মেটাবার কথা বলে মারধোর করে । ফোনে মেয়ে বলতো যে আমাকে মনে হয় শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের ষড়যন্ত্রে শেষ করে দেবে ।

৬) উক্তরূপ অবস্থায় বাদীনি ও তাঁহার বাড়ীর লোকজন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং এক অজানা আশঙ্কায় দিন কাটাইতে থাকেন । জামাই বাদীনির কন্যাকে লইয়া ছাতনার শুশুনিয়ায় নিজ বাড়ীতে

পরপৃষ্ঠা.....৩

THE COURT OF THE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE BANKURA
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE FILED 11 DEC 2019 BANKURA

আসিলেও তাহারা বাদীনির কন্যাকে পিত্রালয়ে আসিতে দিতো না । পরন্তু আসামীগন ষড়যন্ত্র মাফিক বাদীনি ও তাহার স্বামীকে শুশুনিয়ার বাড়ীতে ডাকিত । এমতাবস্থায় কন্যার শ্বশুরবাড়ী শুশুনিয়ায় বাদীনি ও তাঁহার স্বামী যাইলে আসামীগন তাহাদিগকে বারংবার বাকী টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য নানান কটুক্তি ও অপমানজনক কথাবার্তা বলিয়া তাড়াইয়া দিতো । আর্থিক অভাবের কথা বাদীনি ও তাঁহার স্বামী আসামীগনকে বোঝাইলেও তাহাতে কোন ফল হয় নাই, উপরন্তু তাঁহারা অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিত । পরে ভবিষ্যতে সব ঠিক হইয়া যাইবে এবং কোথাও জানাইলে সম্পর্ক আরো খারাপ হবে এবং কন্যার ভবিষ্যত চিন্তা করে ঘটনার কথা তাঁহারা ইতিপূর্বে কোথাও জানান নাই ।

৭) উপরোক্ত অবস্থায় গত ইংরাজী ২২/১০/২০১৯ বাংলা ৪ঠা কার্তিক ১৪২৬ বেলা প্রায় ১:৩০ মিনিট নাগাদ সান্তনা ওর্ফে সান্তনুর ননদ সাবিত্রী সিং অর্থাৎ ৬ নং আসামী ০৮৭৬৬৩৭১২৬৯ নং মোবাইল হইতে বাদীনির জৈষ্ঠ পুত্র প্রসেনজিৎ রায়ের ৬২৯৪৩২১৬৪৩ নং মোবাইলে ফোন করিয়া জানায় যে বাদীনির কন্যার সহিত জামাই ধনঞ্জয়-এর ঝগড়া হইয়াছে, তোমরা কেউ এসো। বাদীনির জৈষ্ঠ পুত্র উক্ত খবর পাওয়ার পর বাড়ী থেকে দিল্লী যাইবার জন্য ওই দিনই রওনা দেয় । বাসে করিয়া দুর্গাপুর স্টেশনে ট্রেন ধরিতে যাওয়ার সময় পথ মধ্যে বিকাল প্রায় ৩:০০ টা নাগাদ দিল্লী পুলিশের ০৭৯৮২৫৯৭৩১৩ নং মোবাইল হইতে সে ফোনে জানিতে পারে বাদীনির মেয়ে মারা গেছে । উক্ত খবর পাইয়া বাদীনির জৈষ্ঠ পুত্র ফোন করিয়া বাদীনির বাড়ীতে জানায় । বাদীনি, তাঁহার স্বামী, তাঁর দুই পুত্র, ভাসুরপো জয়দেব রায় ও আরো দুই জন ওই দিনই দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন । ২৪/১০/২০১৯ বাংলা ৬ই কার্তিক ১৪২৬ তারিখে দিল্লীর ফতেপুর বেরী থানায় যাইলে সেখানে কাগজপত্র হইবার পর ২৫/১০/২০১৯ বাংলা ৭ই কার্তিক ১৪২৬ তারিখে দিল্লীর এইমস্ হাসপাতালের মর্গে তাঁহারা সান্তনা ওর্ফে সান্তনুকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান । বাদীনির দৃঢ় বিশ্বাস শ্বশুরবাড়ীর টাকার দাবী পূরন না হওয়ার জন্য বাদীনির কন্যাকে তাহার বিবাহের ৩ বছর ১১ মাসের মাথায় আসামীগন ষড়যন্ত্র ক্রমে ঠান্ডা মাথায় খুন করিয়াছে এবং পণের বলি হয়ে বাদীনির কন্যাকে অকাল মৃত্যু হইয়াছে ।

৮) বাদীনি ও তাঁহার পরিবারের লোকজন একমাত্র কন্যার অকাল মৃত্যুতে শোকাহত ও মানসিক ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়েন । অতঃপর বাদীনি ঘটনার বিষয় লিখিতভাবে স্থানীয় ছাতনা থানায় জানাইতে গেলে কোন এক অজ্ঞাত কারনে থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার বাদীনির লিখিত অভিযোগ লইতে অস্বীকার করেন । বাধ্য হইয়া বাদীনি ঘটনার বিষয় গত ইংরাজী ২৫/১১/২০১৯ তারিখে রেজেষ্ট্রী ডাক যোগে ছাতনা থানার মাননীয় অফিসার-ইন-চার্জ এবং মাননীয় সুপার-ইন-টেন্ডেন্ট অফ্ পুলিশ, বাঁকুড়া-কে লিখিতভাবে অভিযোগপত্র প্রেরন করিয়া যাহাতে আসামীগনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় তাহার জন্য প্রার্থনা করেন । বাদীনির উক্ত লিখিত অভিযোগপত্র ছাতনা থানার পুলিশ অফিসার এবং মাননীয় সুপার-ইন-টেন্ডেন্ট অফ্ পুলিশ, বাঁকুড়া গত ইংরাজী ২৬/১১/২০১৯ তারিখে প্রাপ্ত হইলেও এযাবৎ আসামীগনের বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহন না করায় বাদীনি হুজুরাদালতের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইলেন এবং তৎকারনে নালিশ জানাইতে ক্ষনিক বিলম্ব হইল ।

পরপৃষ্ঠা.....৪

FILED
11 DEC 2019
BANKURA

THE COURT OF THE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
BANKURA

(৪)

৯) প্রকাশ থাকে যে, বাদীনি অত্যন্ত গরীব পরিবারের মহিলা হইতেছেন । ইহা ব্যতীত ঘটনার বিষয় পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা তদন্ত না হইলে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ্যে আসিবে না এবং বাদীনির দ্বারা সাক্ষী সাবুদ ও তথ্য প্রমান সংগ্রহ করাও অত্যন্ত দুস্কর হইতেছে । এমতাবস্থায় যাহাতে বাদীনির অত্র অভিযোগপত্র ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৫৬(৩) ধারা মতে এফ. আই. আর. গন্য পূর্বক উপযুক্ত তদন্ত ও রিপোর্ট প্রদান এবং আসামীগনের সমুচিত শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত ছাতনা থানার মাননীয় অফিসার-ইন-চার্জ মহাশয় বরাবর প্রেরন করা হয় তাহার বিহিত আদেশ হওয়া আবশ্যক। নচেৎ বাদীনির সমূহ ও অপূরনীয় ক্ষতিসাধন হইবে এবং তিনি ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইবেন।

এমতে প্রার্থনা

উপরোক্ত বিবরন মূলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে যাহাতে বাদীনির অত্র অভিযোগপত্র ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৫৬(৩) ধারা মতে এফ. আই. আর. গন্য পূর্বক উপযুক্ত তদন্ত ও রিপোর্ট প্রদান এবং আসামীগনের সমুচিত শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত ছাতনা থানার মাননীয় অফিসার-ইন-চার্জ মহাশয় বরাবর প্রেরন করা হয় তাহার বিহিত আদেশ দানে মর্জি হয় ।

BEFORE NOTARY

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি আন্না রায়, স্বামী - শ্রী বাহাদুর রায়, বয়স - ৫৬ বৎসর, জাতি - হিন্দু, পেশা গৃহস্থালী, সাকিম গ্রাম - কাঁকড়াডিহি, পোঃ - ভিকুরডিহি, থানা ও জেলা - বাঁকুড়া, এতদ্বারা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি যে, আমি অত্র সহ দাখিলী অভিযোগপত্রের বাদীনি হইতেছি। উপরোক্ত অভিযোগপত্রটি আমার কথা মতো লিখিত হইয়াছে এবং আমি অভিযোগপত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছি এবং অত্র লিখিত অভিযোগের বিবরন সমূহ আমার জ্ঞান মতে সত্য, কোন অংশ মিথ্যা নহে, কোন কথা গোপন করি নাই । মোকর্দ্দমার তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রদান কালে আমি অভিযোগপত্রের স্বপক্ষে বক্তব্য ও সাক্ষ্য প্রদান করিতে বাধ্য রহিলাম । অত্র লিখিত অভিযোগপত্র এবং এফিডেভিটের লিখিত বিবরন পড়িয়া বুঝিয়া আমার নিজ নাম সহি করিলাম ।

সহি ঃ আন্না রায়

এফিডেভিট কারীনিকে আমি জানি ও চিনি এবং তিনি আমার সাক্ষাতে নিজ নাম সহি করিলেন ।

Ajit Kumar Acharjee
এ্যাডভোকেট, বাঁকুড়া
11/12/19

COURT FEE STAMP INDIA ONE RUPEE

STATE OF WEST BENGAL
BANKURA

11 DEC 2019

Solemnly affirmed and
Declared before me
On Identification

D. P. MUKHOPADHYAY
NOTARY, Govt. of West Bengal
43 / 2002

11 DEC 2019

IN THE COURT OF LD. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE AT BANKURA

Case No..... of 2019

শ্রীমতি আন্না রায় ..... বাদীনি

-VERSUS-

শ্রী ধনঞ্জয় রায় দীং .....আসামী

বাদীনি পক্ষে দাখিলী অভিযোগপত্র ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৫৬(৩) ধারা মতে এফ. আই. আর. গন্য মতে তদন্তের জন্য ছাতনা থানার মাননীয় অফিসার-ইন-চার্জ মহাশয় বরাবর প্রেরন করিবার প্রার্থনায় দরখাস্ত ঃ-

নিবেদন এই যে,

উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি বাদীনি তাঁহার কন্যা সান্তনা ওর্ফে সান্তনু রায়-এর সহিত ১ নং আসামী ধনঞ্জয় রায়-এর বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীর টাকার দাবী পূরন না হওয়ার জন্য বাদীনির কন্যাকে তাহার বিবাহের ৩ বছর ১১ মাসের মাথায় আসামীগন অর্থাৎ উক্ত কন্যার স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়স্বজনদের ষড়যন্ত্রে পরিকল্পিত ভাবে ঠান্ডা মাথায় খুন করার কারনে এবং পণের বলি হইয়া বাদীনির কন্যাকে অকাল মৃত্যু হওয়ায় বাদীনি আসামীগনের সমুচিত শাস্তির প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন । মোকর্দ্দমার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বাদীনি তাঁহার অভিযোগে বিশদে বর্ননা করিয়াছেন । বস্তুতঃ বাদীনি অতি দরিদ্র পরিবারের মহিলা হইতেছেন, তাঁহার পক্ষে মোকর্দ্দমার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নহে । এতদব্যতীত ঘটনার বিষয় পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা তদন্ত না হইলে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ্যে আসিবে না এবং বাদীনির দ্বারা সাক্ষী সাবুদ ও তথ্য প্রমান সংগ্রহ করাও অত্যন্ত দুস্কর হইতেছে । সেকারনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে যাহাতে বাদীনির অত্র অভিযোগপত্র ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৫৬(৩) ধারা মতে এফ. আই. আর. গন্য মতে উপযুক্ত তদন্ত ও রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত ছাতনা থানার মাননীয় অফিসার-ইন-চার্জ মহাশয় বরাবর প্রেরন করা হয় তাহার বিহিত আদেশ হওয়া আবশ্যক । নচেৎ বাদীনির সমূহ ও অপূরনীয় ক্ষতিসাধন হইবে এবং তিনি ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইবেন ।

এমতে প্রার্থনা

উপরোক্ত বিবরন মূলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে যাহাতে বাদীনির অত্র অভিযোগপত্র ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৫৬(৩) ধারা মতে এফ. আই. আর. গন্য মতে উপযুক্ত তদন্ত ও রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত ছাতনা থানার মাননীয় অফিসার-ইন-চার্জ মহাশয় বরাবর প্রেরন করা হয় তাহার বিহিত আদেশ দানে মর্জি হয় ।

নিবেদন ইতি-

তাং- ১১/১২/২০১৯